ভিন্ন দৃষ্টিতে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি'র পথ পরিক্রমা

সাজ্জাদ জহির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালে দর্শক-শ্রোতা হিসেবে অর্থনীতি সমিতি'র সাথে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৭৬ সনে - টিএসসি অঙ্গনে এক সম্মেলনে| বি,আই,ডি,এস-এর গবেষক মহিউদ্দিন আলমগীর সেসময় সমিতি'র সভাপতি ছিলেন এবং 'বাংলাদেশ কোন পথে এগুচ্ছে' শীর্ষক সে সম্মেলনে অনেক গুণীজনের নিবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছিল| পরবর্তীতে ১৯৮১ সনে কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ-এর সাথে যৌথভাবে একটি নিবন্ধ উপস্থাপনের সুযোগ ঘটে| নব্বুইয়ের দশক জুড়ে সমিতি'র কর্মকান্ড অনেকের দৃষ্টি কাড়ে| বিশ্বায়ন ও অর্থনীতিক কর্মকান্ডের বিস্তৃতির ফলে দেশের অর্থনীতিক নীতি প্রনয়নে অর্থনীতি সমিতি'র ভূমিকা অনেক বেশী দৃশ্যমান হয়| এমনই এক সময়ে সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে ১৯৯৮-২০০০ সময়কালে আমি সমিতি'র কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ি| পরবর্তী একযুগ বাইরে থেকে সমিতি'র কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত হয়েছি - সেই সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভুত ভাবনা এ নিবন্ধে ব্যক্ত করলাম|

বাংলাদেশে অর্থনীতি চর্চ্চার ক্ষেত্রে বরাবর দুটো প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা রেখে এসেছে - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি আই ডি এস)| শুনেছি যে শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একটি কক্ষে পরিচালিত হতো সমিতি'র কার্যক্রম| স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষকগণ ভূমিকা রেখেছেন যাদের শেকড় অনেকক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল| সভাপতি'র দায়িত্ব সাধারণতঃ শিক্ষকদের মাঝে থাকলেও সাধারন সম্পাদকের দায়িত্বটি গবেষকদের ঘাড়ে পড়তো এবং বি আই ডি এস-এর আর্থিক স্বাধীনতা ও স্বচ্ছলতা সাংগঠনিক কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে সম্পাদনে সহায়ক ছিল| অর্থনীতি'র অনেক কৃতি ছাত্র-ছাত্রী স্বাধীনতা-উত্তর কালে সরকারী প্রশাসনের গুরুদায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন, তাদের অনেকেই সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় ভূমিকা রাখেন|

লক্ষণীয় যে গত শতাব্দীর শেষ তিন দশকের পথ-পরিক্রমায় গবেষকদের সক্রিয় ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং গবেষণাকে কেন্দ্র করে প্রফেশনাল একটি গ্রুপ সক্রিয় হয়ে একে ভিন্ন এক উচ্চতায় নিয়ে যান| তবে শুরু থেকেই সমিতি সাংগঠনিক ভাবে দ্বৈত-চরিত্র নিয়ে চলেছে - যা সম্ভবত শুরুতে দৃশ্যমান হয়নি| সদস্যপদ-লাভের রীতি ধর্তব্যে আনলে আমাদের অর্থনীতি সমিতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অর্থনীতি বিভাগের এ্যলুমনাই-সমূহের একত্রীভূত রুপের চাইতেও শিথিল, কারণ অনেকেই দেশের বাইরে অর্থনীতি পড়েছেন বা চর্চা করেন, এবং উচ্চশিক্ষায় অর্থনীতি'র ছিটে-ফোটা গন্ধ জোটাতে পারলেই আমরা অনেক ভিন্ন এ্যলুমনাই-এর ব্যাক্তিদের সদস্য করেছি| এ্যলুমনাই চরিত্রের বাইরে আসতে না পারার একটি

অন্যতম কারণ সম্ভবত অর্থনীতির পেশা সুনির্দিষ্টভাব সংজ্ঞায়িত করে তা সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা নির্ণয়ে রুপান্তরিত করতে আমাদের ব্যর্থতা| এজাতীয় সংগঠনের পেশাজীবি স্বত্ত্ব রক্ষা করা সাধারণত প্রাথমিক সদস্যদের সদিচ্ছা ও লক্ষের একতার উপর নির্ভর করে| উলে-খিত দুই চরিত্রের টানাপোড়ন আরো বৃদ্ধি পায় যখন সংগঠনের সাথে সংশি-ষ্টতা ব্যাক্তি পর্যায় লাভ আনে এবং যখন একই পেশাজগতে শিক্ষা ও যোগ্যতার বিচিত্রতা বৃদ্ধি পায়| অপবাদ সইতে হবে জেনেও পথ-পরিক্রমা থেকে আগামী দিনের জন্য শিক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলবো|

আগেই বলেছি যে উঠতি অবস্থাতেই আমি দুবছরের জন্য দায়িত্ব নিয়েছিলাম| সেসময়ে কমিটিতে ও সমিতির কর্মকান্ডের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ব্যাক্তিদের একটা বড় অংশ কলেজ শিক্ষকতা ও বিভিন্ন ব্যাংকে কর্মরত ছিলেন| সরকারের উচ্চ-পর্যায়ে কয়েকজন ব্যাক্তি নিয়মিত বৈঠক ও অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন| ঢাকার বাইরে থেকে যারা আসতেন, তাদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন| বাকী দু-চারজন যারা পদবীবলে সমুখে ছিলেন, তারা ঢা,বি তে বা বি আই ডি এস-এ কর্মরত ছিলেন| সেই স্বল্পকালে জমির বিবাদ মিটিয়ে আমরা সমিতির বর্তমানের স্থায়ী ভিটেতে দালানের কাজ শুরু করি, নিয়মিত কর্মচারী রেখে সদস্যপদের তালিকা কম্পিউটারাইজ করা হয়, সংবাদ মাধ্যমে অর্থনীতিক রিপোর্টিং-এর জন্য এবং তরুনদের মাঝে বিশেষ গবেষণাকর্মের জন্য আর্থিক পুরষ্কারের আয়োজন, এবং অর্থনীতি চর্চ্চায় নিয়োজিত তরুণ (ত্রিশের কম বয়সী) দের দিয়ে নীতি-বিষয়ক আলোচনার প্রারম্ভিক উপস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়| এছাড়া বড়-ছোট অনুষ্ঠান আয়োজন তো লেগেই ছিল - নোবেল বিজয়ের পর অমর্ত্য সেন আমাদের আয়োজিত অনুষ্ঠানেই প্রথম বক্তব্য রেখেছিলেন, এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করতে আমরাই প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলাম|

উলে-খ্য যে, এসবই সম্ভব হয়েছিল সকলের সমবেত প্রচেষ্টায়| কাজের বিকেন্দ্রীকরণের ধারা সমিতিতে বহুদিন ধরে চলে এসেছে| মোটাদাগে পেশাগত কার্যকলাপ পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে সভাপতি-সাধারন সম্পাদক পদস্থ কয়েকজনের উপর ন্যস্ত ছিল এবং কমিটি-উপকমিটির অন্যান্য সদস্য/সদস্যাদের উপর অনুষ্ঠান আয়োজনের ও সরবরাহের গুরু দায়িত্ব পরতো| এই ঐক্যে চির ধরতে দেখি যখন নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসে এবং কম্পিউটারে সংরক্ষিত সদস্য-তালিকা ব্যাক্তি পর্যায়ে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির অভিযানে বাঁধা হিসেবে দেখা দেয়| ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হয়, দুটো ভিন্ন ধারার মাঝে

সামঞ্জস্য রাখা যেমন জরুরী তেমনি পরিবর্তন আনতে হলে সে সম্পর্কে ভাঙ্গন এনে নতুন করে তা গড়া প্রয়োজন|

সাধারনতঃ, সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদে যোগ্য ব্যাক্তিদের অনুরোধ করে আনতে হতো| অন্যান্য পদে প্রতিযোগীতার মাত্রা তীব্র থাকায় নির্বিচারে সদস্য-বৃদ্ধির প্রতিযোগীতাও তেমনি তীব্র ছিল| সে বিচারে, আর পাঁচটা পেশাজীবিদের সংস্থা থেকে আমরা ভিন্ন নই এবং স্বাভাবিক গতিতেই বর্ধিষ্ণু সমাজের অংশ হিসেবে এ সংগঠনের পেশাসুলভতা অনেক আগে থেকেই নিম্ননগামী ছিল| কোন একদিন হয়তো তথ্য বিশে-ষণের মাধ্যমে এবক্তব্য যাচাই করা হবে|

একই সাথে অপর একটি বিষয় লক্ষণীয় - যারা অর্থনীতিক বিশে-ষণ-কর্মের সাথে যুক্ত, তাদের সংখ্যা ক্রম-বর্ধমান থেকেছে এবং কিছু সংখ্যক 'বিশিষ্ট' অর্থনীতিবিদদের সরিয়ে নিজেদের স্থান করার প্রয়াস কম-বেশী সবসময় ছিল| ঢাকার বাইরের শিক্ষকদের মাঝে এ ক্ষোভ থাকলেও বাস্তবতার কারণে প্রথম সারির দায়িত্ব নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না| তবে খোদ ঢাকাতেই বিআই ডি এস-এর একচ্ছত্র আধিপত্য লোপ পায় এবং ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান-পর্যায়ে অনেকেই স্বচ্ছলতার ঊর্ধে যেয়ে এ দায়িত্ব নেয়ার সক্ষমতা অর্জন করেন| অসম প্রতিযোগীতার কারণে এবং নতুনদের স্থান করে দিতে পুরোনো নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণে এ শতাব্দীর শুরু থেকে সমিতির কার্য-পরিচালনার রীতিতে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়, যার অনেক কিছুই কাঙ্ক্ষিত নয়| অর্থনীতির ছাত্র-শিক্ষক ভিলফ্রেডো প্যারেটো'র দক্ষতা (এফিসিয়েন্সী) তত্ত্বের সাথে পরিচিত| কিন্তু তাঁর অভিজাত শ্রেণীতে সঞ্চালন (এলিট সার্কুলেশন) তত্ত্ব, যা মূলতঃ সমাজবিজ্ঞানে পড়ানো হয়, সে দৃষ্টিকোণ সমিতির অতীত ও বর্তমান অবস্থাকে বুঝতে অধিক সহায়ক হতে পারে|

সরলরেখা ধরে সম্ভবত কোনও সংগঠনই বিকশিত হয়না| বরং আমাদের হাঁটার মত একবার বাঁয়ে একবার ডানে ঝুঁকবার চলটাই অধিক লক্ষণীয়| তবে দীর্ঘ বারো বছর নেতৃত্ব অপরিবর্তিত থাকার ইতিহাস বিরল - কেবল প্রশংশনীয় যে এ অঞ্চলের অন্য কিছু সমিতির মত তা স্থবির হয়নি| তবে এখুনি উদ্যোগ না নিলে সে আশংকা অমূলক নাও হতে পারে| সম্ভবত এই দীর্ঘ বারো বছরে সমিতি অধিক সম্পদের মালিক হয়েছে, এবং সমিতির উদ্যোগে ঢাকা স্কুল অব ইকনমিক্স স্থাপন করা হলেও আমার কাছে তার আইনানুগ মালিকানা স্বত্ত্ব সুস্পষ্ট নয়| এছাড়াও সদস্য সংখ্যায় সমিতি এখন অধিক স্ফীত| নিঃসন্দেহে এসব প্রতিষ্ঠানিক পুঁজিকে কেন্দ্র করে বর্তমান নেতৃত্ব একটি কর্পোরেট ব্যবসা চালনার লক্ষ্য নিয়ে 'সামাজিক ব্যবসা'ইয় লিপ্ত হতে পারেন| তবে তা সমিত'র সামগ্রিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন| সেইসাথে ভাববার জন্য আরো কিছু বিষয় নিম্নে উলে-খ করে আমার বক্তব্য শেষ করবো|

অন্যান্য পেশাজীবি সংগঠনের সাথে অর্থনীতি সমিতি'র একটি অমিল আছে| ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার বা কৃষিবিদ-রা সমধর্মী কাজের সাথে যুক্ত, এবং সে কারণে তাদের কিছু পেশা-ভিত্তিক সাধারন দাবী-দাওয়া রয়েছে, যা তাদের ঐক্য চিহ্নিত করে| অর্থনীতি পাশ করে যে বিচিত্র জগতে নানাজন মিশে গেছেন, সেসব ক্ষেত্রে কিছু সাধারন দাবী-দাওয়ার পেছনে সকল সদস্যকে জড়ো করা সম্ভব নয়| সে কারণেই এর এ্যলুমনাই চরিত্রের উলে-খ করেছি| তবে পেশা-কেন্দ্রিক দাবী-দাওয়া না থাকার কারণে অর্থনীতিক বিশে-ষণ-ভিত্তিক নৈর্ব্যাক্তিক পেশাত্ববোধ প্রকাশের সুযোগ এখানে সর্বাধিক|

অর্থনীতিক বিশে-ষণে পারদর্শী যে বিশাল তরুন-সমাজ গড়ে উঠেছে, তারা কোনও একক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আর নেই এবং তাদের অধিকাংশকেই, আমার জানামতে, সমিতির কর্মকান্ডে জড়িত করা সম্ভব হয়নি| এদেরকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে অর্থনীতিক নীতি পরামর্শে এই মঞ্চের প্রাসঙ্গিকতা হ্রাস পাবে| এই সাধারন উক্তি সবার জন্য প্রযোজ্য - বিশেষত, অনেক বিদেশী কনস্যাল্টিং ফার্ম এই তরুন মেধাকে নিয়োজিত রেখে সমাজ ও রাজনীতি'র মূলধারার বিতর্ক থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন রেখেছে| তাই এ্যলুমনাই-ভূমিকা থেকে বেড়িয়ে এসে তরুন মেধাবানদের সম্পৃক্ত করে সমিতি'র ইতিবাচক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে|

পরিশেষে, আমার মতে অর্থনীতিতে একক কোনও মতবাদের আধিপত্য নেই এবং ভিন্ন মতের অমিলকে যত বড় করে দেখানো হয় তার চাইতে সম্ভবত মিলই বেশী| আমরা যে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগুচ্ছি, আজ বৃহত্তর ঐক্যের সর্বাত্বক চেষ্টা নেয়া প্রয়োজন| আরো উলে-খ্য যে, সমিতির জন্য সেবাধর্মী কাজ অনেকটা 'নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র মত| তাই, কোনও একসময় সকলকেই একাজ থেকে অবসর নিতে হবে| তবে সমিতি'র নব-নির্বাচিত নির্বাহী কমিটিকে অভিনন্দন করার সাথে সাথে অনুরোধ করবো যে যাবার আগে সুস্থ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি তৈরী করে যাওয়া সকলের নৈতিক দায়িত্ব|

লেখক: গবেষণা পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি